প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

শিল্পী এবং মানুষ- চ্যাপলিনের ১২৫ তম জন্মবর্ষের প্রেক্ষিতে

পৃথী সেনগুপ্ত

Abstract

The year 2014, will be the Charlie Spencer Chaplin or shortly known as world famous Chaplin's 125th Birth year. This article is like a tribute to a great person, who was also a musician, actor, comedian, director and music composer. The world still remembers this man not only for his acting skill, as the greatest comedian of all times, but also as a great human being. He shared his sorrow and pain, through which he had gone through in his childhood by his acting.

In this article, from Chaplin's childhood to his personal life, much information behind of his film-making, his struggle period, world-situation of that time period, all this important aspects are critically analyzed. In basis of that, we look upon, one more time, this great man's ideological thinking, political view, think of how to use cinema as a medium etc. In respect of political ideology & various sources of information, we found that from past to present, presence of various conflict, in this regarding topic. In this article for maintain the honesty, tried to do not suppress any conflict; but try to collect as much as possible information-opinion with honesty for better quality of the article. And that's why from Charlie Chaplin's Family life to changed world scenario & other small details has been given so much importance.

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ক্লাউনের প্রবেশ: ১৯১০-১৩ সাল। ইংল্যান্ডের এক বিখ্যাত নাচ-গানের দল কায়নো কোম্পানী আমেরিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময় আমেরিকান সিনেমা শিল্প দ্রুত প্রসারের মুখে। সেই শিল্পের অভিনব আঙ্গিকের ও প্রচারের দাপটে মন ধাঁধানো দর্শকদের কাছে ইংল্যান্ড দলটির নাচ-গান-মুখাভিনয় সমৃদ্ধ রঙ্গরস খুব একটা রেখাপাত করেনি। ১৯১৩ সালে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এক ব্যস্তবাগীশ পরিচালকের ছোট একটি তারবার্তা- try to get hold of a bloke called chapman, Chaplin or something, playing second circuitকে এই চ্যাপম্যান, ক্যাপলিন বা অন্য কেউ?

১৯১৩ থেকে ১৯৫৩ সাল। চল্লিশ বছরে কত ঘটনা, কত উত্থান ও পতন। কত বদল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুনিয়ায়। এই ভাঙা গড়ার, দিন বদলের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে উঠল সেই নাচ-গানের দলের Chapman, Chaplin or something নামের কোন এক অভিনেতাটিও। অভাবনীয়ভাবে, অবিশ্বাস্যভাবে এবং অতি দ্রুতভাবে। চব্বিশ বছরের একটি ছেলে যে আজ থেকে ১০০ বছরের-ও আগে সামান্য এক

মাতালের ভূমিকায় গুটি কয়েক দর্শককে মাতিয়ে দিয়েছিল, সেই যুবকের শিল্পকীর্তি আজ-ও মাতিয়ে রেখেছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে। চক্ষুশূল হয়েছিল (বা হয়তো আজও খানিকটা হয়ে আছে) আমেরিকার এবং তাদের ফেডারাল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশন-এর।

অথচ জন্ম যার লন্ডনে তার কর্মভূমি হয়ে গেল আমেরিকা। সেই ১৯১৩ সালেই। সেই অখ্যাত ছোকরাটি আমেরিকার বুকে বসেই বিখ্যাত হয়ে উঠলেন - চার্লি স্পেনসার চ্যাপলিন। আমেরিকার মাথাওয়ালাদের নির্লজ্জ আক্রমণ, আর অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই একদিন ঘোষণা করেছিলেন, "I have millions and millions of friends in America and a few enemy-that's all." ইংল্যান্ডের ফুটপাতে, বস্তিতে বড় হওয়া, সঙ্গে দুঃখ আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা - আদর যত্নহীন জীবনে অনেক বেদনা চ্যাপলিনের মনে যে ট্র্যাজেডি বোধ-এর জন্ম দিয়েছিল পরবর্তী জীবনে তার রেশ কোনোদিন শেষ হয়নি। এমনকি দুনিয়াজোড়া খ্যাতির পরেও সেই বোধ শুকিয়ে যায়নি। শুকিয়ে যায়নি জন্মসূত্রে পাওয়া নাট্যাভিনয়ের প্রতি দূর্বলতা আর একাত্মতা।

ব্যাক্তিগত জীবন, সমসাময়িক পৃথিবী এবং মানুষ চ্যাপলিন: চ্যাপলিনের জন্ম ১৮৮৯ সালের ১৬-ই এপ্রিল, দক্ষিণ লন্ডনের এক ঘিঞ্জি পরিবেশের বস্তিতে। মা, হানা চ্যাপলিন, এবং বাবা, স্যার চার্লস চ্যাপলিনের ছোট ছেলে চার্লি-র ছোটবেলা কেটেছে দারিদ্র্য আর কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। যদিও পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছিলেন শিল্প আর সংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক দূর্বলতা। মা এবং বাবা দু'জনেই ছিলেন সেই সময়কার ইংল্যান্ডের অপেরা থিয়েটারের বহুচর্চিত অভিনেতা ও গায়ক। যদিও পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে। ফলে একমাত্র সম্পদ, তার পরিবারের সূত্রে পাওয়া অভিনয়ের সহজাত প্রতিভা এবং শিল্পের প্রতি দূর্বলতা, একেই সম্পদ করে বড় দাদা সিডনীর হাত ধরে নেমে পড়লেন থিয়েটার জগতে। বাবা-মার থেকে পাওয়া শিক্ষা-দীক্ষার প্রসঙ্গে আরোও বলা যায় যে এই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষটির ব্যাক্তিগত জীবন-ও ছিল নানা বর্ণের। জীবদ্দশায় যাকে নিয়ে সমালোচনা বেশী হয়েছে, মৃত্যুর পর তাকে-ই কুর্ণিশ করে চলেছে সারা পৃথিবীর মানুষ। চ্যাপলিনের অভিনয় শেখার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে তাঁর মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনী তথা বিভিন্ন সূত্র প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন। মা, হানা চ্যাপলিন, বাস্তব জীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উর্দ্ধে উঠে সন্তানদের ভুল-ত্রুটিগুলি শোধরানোর ব্যাপারে ভীষণ মনোযোগী ছিলেন। নিছক অবসর বিনোদনের জন্য সেই বস্তির পরিবেশে তাদের বাড়ির সামনে তিনি নির্বাকভাবে হাতের নানা কৌশল অভিনয় করে দেখাতেন তার সন্তানদের। আবার বাবা স্যার চার্লস চ্যাপলিন ছিলেন আদব-কায়দায় ভিক্টোরিয়ান যুগের উচ্চ-বংশের মানুষের মতো। বস্তির পরিবেশ আর ঘরের ভেতর দারিদ্র্য সব মিলেমিশে চ্যাপলিনের মধ্যে যেন অন্য মানুষের জন্ম দিয়েছিল। ফলে তাঁর সৃষ্টিতে যে 'স্যাটায়ার' ও 'স্ল্যাপষ্টিক কমেডি' আমরা দেখতে পাই তা যে এই গভীর প্রভাবের-ই ফল তা আর বুঝতে অসুবিধে থাকে না। পরিণত বয়সে অবশ্য শিল্পের পরিণত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগ-ই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে অবাধে মেলামেশার ক্ষমতার এই বীজটি তাঁর শৈশবকালেই তৈরী হয়েছিল। একইসাথে একথাও বলতে হয় যে ৫ বছর বয়সে থিয়েটার জগতে এক অপেশাদার শিল্পী হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন চ্যাপলিন, ৯ বছর বয়সের মধ্যে তাঁকে পরিশ্রম করে নানা কাজ করতে হতো। উপার্জনের জন্য তাঁর ১৩ বছর বয়সেই পড়াশুনোর জগত থেকে পাকাপাকিভাবে বিচ্ছেদ ঘটে। সাধারণ শিক্ষা যেমন তাঁর ছিল না, বিদেশী ভাষা-র বিষয়েও কোনো ধারণা ছিল না। সেক্ষেত্রে নির্বাক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কি করে সারা বিশ্বকে বোঝালেন কঠিন সত্যের বিষয়ে এত সহজভাবে, বিশেষ করে সেই সময়ের চলচ্চিত্রে

প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কাছে মাথা নত না করে, তা ভাবতে আজ-ও সত্যই অবাক লাগে। আবার বিদেশী ভাষা না জানলে-ও তাঁর সম্পর্কে জার্মান ভাষায় কী লেখা হয়েছে তা জানবার জন্য চলচ্চিত্রকার আইজেনষ্টাইন-এর কাছে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। ততদিনে তিনি কিন্তু একজন বিখ্যাত মানুষ। কিন্তু স্বাধীন শিল্পী সত্ত্বা আর সাধারণ মানুষ হিসেবেই নিজেকে মনে করার চিন্তা-ভাবনা কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। ইংল্যান্ডের মিউজিক দলের হয়ে কাজের সুবাদে ছোট চ্যাপলিন ঘুরে বেড়াতে থাকলেন নানান জায়গায়। ধীরে-ধীরে তাঁর অভিনয় ভাঙতে লাগল ভৌগোলিক বন্ধন। জনপ্রিয়তা পাওয়া ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। বয়স বাড়তে থাকলে-ও শিল্পীর মধ্যে ছোটোবেলাকে ধরে রাখার ও সমাজের বন্ধনগুলোকে ভাঙার আকুল প্রচেষ্টা, তাঁর পরিণত মানুষের মধ্যে সেই শিশুকে বারবার নিয়ে আসার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতে থাকল। চোখ-মুখের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, অদ্ভূত কার্যকলাপ, সাজ-সজ্জা যা ছিল একসময়ে নিছক পয়সা উপার্জনের রাস্তা তাই ধীরে-ধীরে হয়ে উঠল সমাজের ভারসাম্যহীনতার প্রতি তীব্র বেদনার জায়গা থেকে জন্ম নেওয়া বেদনাবোধের প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।

এলিট কোর্ট তাঁর অভিনয়ের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "মানুষটি যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটেন - এক পা থেকে আরেক পা - কী বিষণ্ন অথচ হাস্যকর - এই দু পায়ে হাঁটার মধ্যে তার মনের দুই রুপ, একটার নাম অভিধা, আরেকটির নাম ইচ্ছা।" (তথ্যসূত্র: সের্গেই আইজেনষ্টাইনের ১৯৪৩-৪৪ সালে লেখা মূল প্রবন্ধ, চার্লি চ্যাপলিনের প্রসঙ্গে, বাংলায় চিত্রবীক্ষণ - চার্লি চ্যাপলিন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী রাশিয়া আর আমেরিকার ঠান্ডা লড়াই, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উত্থান এং বিস্তার, কলকারখানার বিকাশ, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদ, জার্মানীর নাৎসি বুটের বীভৎসতা, রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক অমানবিক কার্যকলাপ তাকে যেন বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে, তিনি একটা যুগাবয়বের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা আর দশজনের মতোই মানুষ এবং মানবিকতাবোধ সম্পন্ন শিল্পী মাত্র। ফলে সমাজ আর সময় থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা সম্ভব নয়, আবার শিল্পী হিসেবে বন্দুক হাতে নেওয়াও তাঁর পক্ষে একেবারে বেমানান। প্রতিবাদ যদি করতেই হয় তবে চলচ্চিত্র-ই হবে সেই হাতিয়ার। সেইজন্যেই বোধহয় নির্বাক মাধ্যমে অনুচ্চারিত বক্তব্যকে আরো বেশী করে তুলে ধরলেন। শব্দ অবশ্য পরে তাঁর সিনেমায় এসেছিলো। এ প্রসঙ্গে পরেই আমরা আলোচনা করব। সমাজের অস্থিরতার সাথে সমান্তরালভাবে এই মানুষটির ব্যাক্তিগত পরবর্তী জীবনে-ও ততটা স্থিরতা আসেনি। ভালোবাসা হয়েছে, ভেঙেছে-ও। বিয়ে হয়েছে একাধিকবার। তাঁর মধ্যেই তিনি ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে ছুটে বেড়িয়েছেন। কখনো সৃষ্টির তাগিদে, কখনো জীবনের একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠে সৃষ্টির রসদ খোঁজার জন্য, আবার কখনো বা রাষ্ট্রনায়কদের কাছে সমাজের প্রতি দায়িত্বকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। যেখানেই গেছেন আলাপ হয়েছে বিশ্ববরেণ্য মানুষদের সাথে। চলচ্চিত্রকার সের্গেই আইজেনষ্টাইন, বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন, জওহরলাল নেহেরু, গান্ধীজী, জর্জ বার্ণাড শ, পিকাসো, আনা পাভলোভা, এমিল লুডভিগ, তালিকা এইভাবে দীর্ঘতর হতে থাকে। প্রত্যেক বিখ্যাত মানুষের কাছে ধরা দিয়েছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। কখনো তিনি অর্থনীতিবিদ, কখনো মানবিকতার মুখ, কখনো বা বিখ্যাত অতুলনীয় পরিচালক। আইজেনষ্টাইন তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত-ই খুব পরিস্কারভাবে অমিত সাহসিকতার সাথে তিনি কথা বলেছেন। কেবলমাত্র বয়স হলেই এই সাহসের অধিকারী হওয়া যায় না, এর জন্যে হতে হয় মহামানব। সত্যজিৎ রায়-ও তাঁকে মূলত এক অনুভূতিপ্রধান শিল্পী হিসেবেই ব্যাখা করেছেন। জর্জ বার্ণাড শ, মোশন সিনেমার একমাত্র জিনিয়াস

হিসেবে চার্লি চ্যাপলিন-কে গড়ে উঠতে দেখেছিলেন। তাঁকে, বহু সময়ে রাজনৈতিক নেতা, তাঁর দর্শন ও চিন্তাভাবনার বিষয়ে তাঁর ব্যাক্তিগত মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিল্প, সাধারণ মানুষ আর সমাজের উর্ধ্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কাউকে স্থান দেননি। এই প্রসঙ্গে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারাল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশন-এর (বা সংক্ষেপে এফ বি আই) দীর্ঘ সময় ধরে চার্লি চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিল তার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়। দীর্ঘ সময় পরে এই রিপোর্ট এখন সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত। দীর্ঘ সময় ধরেই এফ বি আই বিশাল এক রিপোর্ট তৈরী করে গেছে। যার সূত্রপাত ঠান্ডা যুদ্ধের সময়। কারণ চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি দূর্বলতা, সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ, প্রকাশ্য জনসভায় তাঁর সমাজতন্ত্রের প্রতি দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ সেই সময়কার আমেরিকান রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে মনে হয়েছিল, তিনি 'অতি-বাম' মানুষ, যা আমেরিকার কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফলে এই সময় তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল, তাঁর ব্যাক্তিগত চরিত্র নিয়ে কোর্টে লড়াই চলেছিল। এইভাবে এফ বি আই-এর পাতার পর পাতা, ফাইলের পর ফাইল জমা হয়ে গেছে চ্যাপলিনের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে। কিন্তু বহুবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সন্দেহজনক কিছু তথ্য পাওয়া যায়নি, যার থেকে মনে হতে পারে তিনি তখন আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। ফলে দেশে-বিদেশে রাজনৈতিকভাবে প্রবল বিতর্কের ঝড় ওঠে। কিন্তু চ্যাপলিনের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর স্বচ্ছ ভাবনা, তাঁকে কোনোদিনই কোনো রাজনীতির মতবাদ বা রাজনৈতিক দল যেমন পুরোপুরিভাবে নিজেদের গোষ্ঠীভূক্ত করতে পারেনি, তেমনি-ই বলতে পারেনি তিনি কোনো কিছুর বিরুদ্ধাচরণ করছেন। পরবর্তীকালে এই ঠান্ডা লড়াইয়ের উগ্রতা কমে আসলে আমেরিকা-ও তাঁর প্রতি সুর নরম করে নেয় এবং একজন শিল্পী হিসেবে-ই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব-কে স্বীকার করে নেয়। অবশ্য ততদিনে তিনি ইউরোপে বসবাসের জন্য পাকাপাকিভাবেই আমেরিকা ছেড়ে চলে গেছেন।

১৯৭৭-এর ২৫ শে ডিসেম্বর, ৮৮ বছর বয়সে জীবনকে পূর্ণতার সাথে উপভোগ করেই চার্লি চ্যাপলিনের মৃত্যু ঘটে সুইজারল্যান্ডে, তাঁর নিজের বাড়িতে। অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক, সংগীত কম্পোসার, চিত্রনাট্য রচয়িতা, সম্পাদক এই চার্লি চ্যাপলিনের শেষ বয়সের কিছু সময় ছাড়া আর প্রায় পুরো জীবনটাই ভরে আছে কর্ম আর সৃষ্টির স্বীকৃতিতে। প্রসঙ্গত, তাঁর জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে আরোও বলতে হয় যে, তিনি খেলাধুলো করতে ভালোবাসতেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। আবার চলচ্চিত্র সম্পর্কিত তাঁর কার্যকলাপ নিয়ে তিনি চারটি বই-ও লিখেছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বর্ণময় এই মানুষ চার্লি চ্যাপলিন তাঁর জীবনের শৈশবকালে যে দারিদ্র্য দেখেছিলেন তার যথার্থ্য কোলাজের নির্মাণের চেষ্টায় কখনো তিনি আঘাত পেয়েছেন, কখনো বা জুটেছে সর্বোচ্চ সম্মান। অন্তরের যে আঘাত তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি পেয়েছে তা আজ-ও প্রাসঙ্গিকতার মাপকাঠিতে যেন সর্বোচ্চ জায়গায় রয়েছে। নিজ সময়কালকে ছাড়িয়ে যে মানুষ ভবিষ্যৎ-এর কথা বলে যান তিনি মহান শিল্পী তো বটেই, সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে থাকা একজন অসাধারণ-অনন্য ব্যাক্তিও বটে।

চিন্তা ও চিন্তন: চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত সিনেমাগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার আগে একবার দেখে নেব তাঁর এই জগত-এর সামগ্রিক কার্যকলাপটি কিরকম ছিল। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্বে তিনি চলচ্চিত্রের বিষয়ে সামগ্রিক কি চিন্তা-ভাবনা প্রসূত কাজ করেছেন এবং পরবর্তীকালে তার কিরকম পরিবর্তন হলো। ইংল্যান্ডে শিশুদের অভিনয় দল "The Eight Lancashire Lads"–এ অভিনয় দিয়ে পেশাগতভাবে প্রথম স্টেজে আত্মপ্রকাশ

চ্যাপলিনের। এরপর, বারো বছর বয়সে Vaudeville-এর হয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত স্টেজ শো-এ তিনি অভিনয় করেন। অভিনেতা উইলিয়াম গিলেটের সান্নিধ্যে আসার শুরু এখান থেকেই, যিনি তাঁকে ১৯১০ সালে আমেরিকার ফ্রেড কার্ণো রিপোর্য়ির কোম্পানীর হয়ে অভিনয় করার রাস্তা সুগম করে দেন। তখন তাঁর জনপ্রিয়তা আমেরিকায় ক্রমশ বাড়ছে। ১৯১২ সালে তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ডাক পান। ১৯১৩ সালে তাঁর Vaudeville-এর সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ম্যাক সেনেট এবং দ্য কীষ্টোন ফিল্ম কোম্পানীর সাথে সিনেমা করার জন্য চ্যাপলিন চুক্তিবদ্ধ হন। সেই সময়ে তাঁর সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক ছিল ১৫০ ডলার। কিন্তু অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতার জন্য ইতিমধ্যে-ই বিভিন্ন প্রযোজক তাঁর পারিশ্রমিকের বিষয়ে তাঁর সাথে বারবার আলোচনা করতে থাকেন।

দ্য কীষ্টোন কোম্পানীর হয়ে তিনি ১৯১৪ সালে মোট ৩৬ টি ছবি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন (মোট সংখ্যা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। কোন কোন জায়গায় বলা হয়েছে ৩৫ টি ছবি)। এগুলি সবই ছিল ১ কিংবা ২ রীলের। ৬ রীলের ছবি ছিল ১ টি, "Tillie's Punctured Romance". এছাড়াও এ সময়ে উল্লেখযোগ্য আরেকটি নাম হল "Kid Auto Races At Venice" (Split Reel). এরপর এসানি ফিল্মস কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং ১৯১৫ সালে তাঁর অভিনীত ১২ টি ছবি মুক্তি পায়। তার মধ্যে কিছু ছবি হল "His New Job", " A Night Out", "The Champion", "In The Park", "The Tramp" (বিশেষভাবে এটি উল্লেখ্য) প্রভৃতি। এই সিনেমা বা চলচ্চিত্রগুলি প্রায় সবই ২ রীলের ছিল। ১৯১৬ সালে এসানি কোম্পানীর প্রযোজনায় আরো তিনটি ছবি মুক্তি পায়। এ সমস্ত ছবিগুলিতে তাঁর অভিনয়ের কদর করতে শুরু করে সেই সময়ের আমেরিকার মানুষ। ১৯১৬ সালে দ্য মিউচ্যুয়াল ফিল্মের হয়ে চ্যাপলিন অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। তাঁর পারিশ্রমিক-ও বেড়ে যায়। ১৯১৬ সালে ৮ টি এবং ১৯১৭-তে ৪ টি ছবিতে অভিনয় করেন এই কোম্পানীর প্রযোজনায়। ছবির দৈর্ঘ্য বা সময়-ও আগের থেকে বেড়ে যায়। কমেডি চরিত্রে অভিনয়ের জগতে তখন তাঁর চাহিদা, প্রযোজনা কোম্পানীর কাছে বাণিজ্যিকভাবে লোভনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল। "The Floorwalker", "The Fireman", "The Count", "One A.M.", "Easy Street" (১৯১৭) -প্রভৃতি সিনেমায়, চ্যাপলিন, দ্য মিউচ্যুয়াল কোম্পানীর হয়ে বেশ কিছু ভালো কাজ করেন। এরপর চার্লি চ্যাপলিন নিজে স্বাধীনভাবে কাজ করার ব্যাপারে মনস্থির করেন। নিজের একটি ষ্টুডিও তৈরী করার কাজে এই সময় তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালে "How To Make Movies", এই নামে একটি তথ্যচিত্র-ও তৈরী করেন চ্যাপলিন। তাঁর সাথে অন্য আরেকটি কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ প্রযোজনায় "A Dog's Life" (৩ রীল) ছবিটি মুক্তি পায়। নিজেকে জাতীয় স্তরের থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য যৌথ প্রযোজনায় বেশ কিছু চলচ্চিত্র তৈরী ও তাতে অভিনয় করেন। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২২ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই ছবিগুলি ছিল, "The Bond", "Shoulder Arms", "Sunnyside", "A Day's Pleasure", "The Kid", (বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সাল ১৯২০, ৬ রীল), "Pay Day" প্রভৃতি, মোট ১১ টি সিনেমা ও একটি তথ্যচিত্র এই সময়ে তৈরী হয়েছিল। এগুলি বাণিজ্যিকভাবে সাড়া ফেলেছিল। এই সময়ে একটি দুই (২) রীলের ছবি-ও তৈরী হয়েছিল, তবে তা মুক্তি পায়নি। প্রত্যেকটি চলচ্চিত্রে-ই কমেডিয়ান হিসেবে যে অভিনয় চ্যাপলিন করেছিলেন (উল্লেখিত এই নামগুলিতে) তাতে আমেরিকায় কমেডিয়ান হিসেবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছিলেন।

এর পরবর্তী সময় চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র জগতে সার্বিকভাবেই এক সন্ধিক্ষণের সময় বলা যেতে পারে। এর আগে পর্যন্ত যা ছিল নিছক-ই হাসির খোরাক "A Woman Of Paris" (১৯২৩

সাল, পূর্ণ দৈর্ঘ্য, ইউনাইটেড আর্টিস্টস ন্যাশনাল ফিল্মের প্রযোজনা) -এ যুক্ত হল রোমান্টিকতা। ১৯২৫ সালে মুক্তি পেল "The Gold Rush", এবং এই প্রথম তাঁর সিনেমায় এসে পড়ল তাঁর ব্যাক্তিগত জীবনের ছায়া। "The Circus" (১৯২৮), "The City Lights" (১৯৩১), "Modern Times" (১৯৩৬), এই সবগুলি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'মাস্টারপিস'-এর তালিকায় জায়গা করে নিল। চার্লি চ্যাপলিন পেতে শুরু করলেন তৎকালীন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নানা মানের সর্বোচ্চ পুরস্কার-ও। উপরে উল্লেখিত সব ছবিগুলি-ই ইউনাইটেড আর্টিস্টের প্রযোজনায় মুক্তি পেয়েছিল।

এরপর অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ। কারণ এর প্রেক্ষিতে ততদিনে সারা পৃথিবী জুড়ে-ই একটা পরিবর্তনের পটভূমি তৈরী হতে শুরু করেছে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানী, ইউরোপ এই সমস্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে সার্বিকভাবেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটছে। ফলে চ্যাপলিনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার প্রভাব-ও হল অনেক। পরোক্ষ বা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হল সমাজ এবং সাধারণ মানুষের কথা। "The Great Dictator" (১৯৪০), "Monsieur Verdoux" (১৯৪৭), "Limelight" (১৯৫২) -এই বিখ্যাত চলচ্চিত্রগুলি তখন নিছক-ই হাসির খোরাক নয়। মানুষ ভাবতে শুরু করল হাসির মধ্য দিয়ে-ও এইভাবে প্রতিবাদ করা যায় সমসাময়িক অবস্থার বিরুদ্ধে। চ্যাপলিন-ও তখন অনেক পরিণত। ফলে পরিণত ব্যাক্তি আর শিল্পী মানুষ এই চার্লি চ্যাপলিন, নতুন ভাবে ধরা দিলেন রীলের মধ্য দিয়েই। স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকায় বসে তাঁর পক্ষে আর ছবি তৈরী করা সম্ভব হল না। কিন্তু সারা দুনিয়ায় এই মানুষটির ভক্তের সংখ্যা ততদিনে প্রচুর।

এরপরে ইংল্যান্ড থেকে "A King In New York" (১৯৫৭) এবং "A Countess From Hong Kong" (১৯৬৬ সাল) মুক্তি পায়। "A Countess From Hong Kong", ছিল তাঁর প্রযোজিত শেষ ছবি। এতক্ষণ আলোচিত এই ছবিগুলি ছাড়াও আরো কিছু কাজ তিনি করেছেন। যেমন, এসানি ফিল্মের হয়ে কিছু স্বীকৃতি পায়নি এমন চলচ্চিত্র ["Triple Trouble" (১৯১৮), "Chase Me Charlie" (১৯১৮) ইত্যাদি] বা কিছু জায়গায় তাঁর স্বল্প অভিনয়-ও দেখা গেছে ["His Regeneration" (১৯১৫), "The Nut" (১৯২১), "Souls For Sale" (১৯২৮), "Show People" (১৯২৮), এবং "The Gentleman Tramp" (১৯৭৫)]। কিছু ছবি প্রযোজনার কাজ করেছিলেন চ্যাপলিন। আবার একটি-দুটি ছবি কখনো মুক্তি পায়নি। শেষের দিকের চলচ্চিত্রগুলি বাণিজ্যিক এবং সর্বস্তরে সেরকম কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। এই সময়ে অবশ্য সুইজারল্যান্ডে তাঁর নিজস্ব স্টুডিও-তে লোকজন স্থায়ীভাবে কাজ করতে শুরু করে এবং প্রযোজক-পরিচালক তথা অভিনেতা চ্যাপলিনের কাজের সব খুঁটিনাঁটি সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল।

[উল্লেখিত চলচ্চিত্রের নাম-সাল-প্রযোজনা-কোম্পানীর নাম এবং অন্যান্য তথ্যগুলি মূলত সংগ্রহ করা হয়েছে - চার্লি চ্যাপলিন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা থেকে প্রকাশিত চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যা থেকে]।

সৃষ্টির স্বরুপ: অভিনয় ক্ষেত্রে দক্ষতা তাঁর শুরুর দিক থেকে প্রকাশ পেতে থাকলে-ও চার্লি চ্যাপলিন যখন প্রথম দিকে সিনেমা-স্টুডিও-র হালচাল সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তখন তাঁর কপালেও জুটেছিল সহকর্মীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। চ্যাপলিনের সিনেমা জীবনের দ্বিতীয় ছবি "Kid Auto Races At Venice", মাত্র পাঁচশ ফিটের ছবি তাঁকে এনে দিল এক স্বতন্ত্র পরিচিতি। এই পরিচিতির কারণ সেই বিশ্ববিখ্যাত সাজ-পোষাক, সেই বিশাল ট্রাউজার-এর মধ্যে গলানো ছোট দেহ, বেল্টের বদলে দড়ির কোমর-বন্ধ, বন্ধুর একটা আঁটোসাটো কোট-টুপি, আর একজন বিশাল দেহীর জোড়া বুট, পা থেকে খুলে

যাওয়ার ভয়ে ডান পায়েরটা বাঁ পায়ে, আর বাঁ পায়েরটা পরা ডান পায়ে। তার ওপর হাতে নিলেন একটা লাঠির ছড়ি, নাকের নিচে লাগালেন টুথব্রাশের মত একজোড়া গোঁফ, আজব সঙ্ সেজে নেমে পড়লেন রাস্তায়, দ্বিতীয় ছবি থেকে যে পোশাকে সঙ্ সাজার শুরু - সেই পোশাক আর চার্লি চ্যাপলিন একাকার হয়ে গেল। তখন-ও অভিনেতা চার্লি, চিত্র-পরিচালক চার্লি চ্যাপলিন হননি পুরোপুরি। কীস্টোন প্রতিষ্ঠানের পুরো একটি বছরের ৩৬ টি ছবির মধ্য দিয়ে জনপ্রিয়তা ও চিন্তাধারার মৌলিকতার পরিচয় দেওয়ার দরুণ পরিচালনার সুযোগ সেখানেই পেলেন। যদিও উল্লেখযোগ্য, ম্যাক সেনেট পরিচালিত একটি ছয় রীলের ছবি, "Tillie's Punctured Romance" (১৯১৪), যেখানে চ্যাপলিন অভিনয় করেছিলেন সেই ছবিটি আমেরিকার সর্বপ্রথম বড় ছবি হিসেবে (ডি. ডব্লিউ. গ্রিফিথের বিশ্ববিখ্যাত ছবি "The Birth Of A Nation" ছবিটির কিছু দিন আগে) গণ্য করা হয়ে থাকে।

১৯১৪ সালে প্রায় ৩৫ টি ১ বা ২ রীলের নির্বাক ছবিতে সেই সঙের পোশাকেই চার্লির অভিনয় যতই বাস্তবমুখীন ও মানবিকতার মূল্যবোধে সজীব হয়ে উঠেছে - তখনই সমগ্র আমেরিকায় তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল আরও প্রবলভাবে। একদিন তিনি উদ্ভট সাজ সম্পর্কে-ই বলেছিলেন, "That costumes helps me to express my conception of the average man, of almost any man, of myself". [তথ্যসূত্র: নিজের আত্মজীবনী এবং একাধিক সাক্ষাৎকারে উল্লেখিত]।

১৯২৫ সালে নতুন প্রতিষ্ঠান এসানি-তে যোগ দিলেন। নির্বাক ছবির প্রথম প্রধান ঐশ্বর্য্য প্যান্টোমাইন তথা মুকাভিনয়-এর বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ব-অভিনীত ছবির অভিজ্ঞতা ও অভিনয় ক্ষমতার সঙ্গে অসাধারণ মৌলিকতার গুণে চ্যাপলিনের শিল্পসৃষ্টি ক্রমেই নতুনত্ব এবং গভীরতায় অনন্য হয়ে উঠল। দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল সমগ্রতার মধ্য দিয়ে। এখানে-ই এসানি-তে চ্যাপলিনের "conception of the average man" -এর জন্ম। এসানি-তে থাকার সময় যে চোদ্দোটি ছবি করেছিলেন সেখানে যে দৃষ্টিভঙ্গীর অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল তা আরও স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুন্দর হয়ে উঠল নতুন কোম্পানী মিউচ্যুয়ালে এসে। এখানে থাকাকালীন ছবিগুলিতে এক সুস্থ মানবিকতাবোধের সহজ ও সুন্দর শিল্পায়ন প্রথম পরিস্কার হয়ে ফুটে উঠল। এযাবৎ তাঁর ছবিতে যে গতানুগতিকতার ধারা ছিল, তা বাতিল করে আশ্চর্য মৌলিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে সেই ছোট অ্যাকশন আর ম্যানারিজমগুলি। দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠল তাই-ই। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হল 'chaplinesque' নামে।

চুক্তিবদ্ধ পরিচালকের জীবনে আবার কোম্পানী বদল। নতুন কোম্পানী ফার্স্ট ন্যাশনাল সার্কিট। দেড় বছরে আটখানা ছবি করতে হবে। এই পর্বেই আমরা পেলাম অসামান্য পৃথিবী বিখ্যাত বহু আলোচিত আলোড়িত ছবি "The Kid" (১৯১৯-২০)। গভীর মানবিক আবেদনে ভরা দু'রীলের (৬) এই ছবি চ্যাপলিনের অসামান্য প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক নিষ্ঠুর বাস্তব পরিবেশে মা-বাপহারা (উল্লেখ্য চ্যাপলিনের মা'র মস্তিষ্কজনিত রোগের জন্য তিনি কিছু সময় চিকিৎসাধীন ছিলেন, চ্যাপলিনের বয়স তখন খুবই কম, আর বাবার সাথে সেই একই সময়ে দুরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে) রাস্তায় পড়ে পাওয়া এক শিশু ও এক অনাদৃত-অবহেলিত-বিত্তহীন ভবঘুরের কাহিনী - a picture with a smile, perhaps a tear. এ ছবিতে অতিশয়োক্তি এতটুকু নেই। বাড়তি উচ্ছাসে বিষয়বস্তুকে চাঞ্চল্যকর করার কোনো চেষ্টা নেই। সহজ-সুন্দর-সত্যসন্ধানী শিল্পীর আবেগমথিত সীমাহীন সমবেদনা ও হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করা যায় এখানেই। নানা কারণেই চুক্তি অনুযায়ী আটখানি ছবি করতে কেটে গেল চারটি বছর। এবার আর কোথাও চুক্তিবদ্ধ না হয়ে চ্যাপলিন এবার ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্, মারি পিকফোর্ড ও বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক

ডি. ডব্লিউ. গ্রিফিথ এদের সাথে মিশে নতুন প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড আর্টিস্টস গড়ে তুললেন ১৯২৩ সালে। ১৯২৩ থেকে ১৯৫২, লক্ষ্যণীয় এই ২৯ বছরে মাত্র আটখানি ছবি করেছেন। তিনি, অথচ ১৯১৪ থেকে ২৩, মাত্র ৯ বছরে করেছেন প্রায় ৬৬ টি ছবি। তার কারণ, তাঁর কর্মপদ্ধতিতে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। একটি ছবি তৈরীর জন্য বেশী সময় নেওয়া ও বেশী ফিল্ম খরচ করা একটা স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অসম্ভবরকম খুঁতখুঁতে হয়ে গিয়েছিলেন দৃশ্যগ্রহণ ও আঙ্গিকগত ব্যাপারে। এই পরিবর্তন ধরা পড়ল, "A Woman Of Paris", "The Gold Rush", "The Circus", "The City Lights", "The Great Dictator", "Modern Times", "Monsieur Verdoux", "Limelight"-উল্লেখিত আটটি (৮) ছবিতে, যা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে শুধু অনন্য-সাধারণ নয়, চার্লি চ্যাপলিনের নাম-ও সেই ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য লেখা হয়ে গেল। কি বৈশিষ্ট্য ছিল এইসব ছবিগুলিতে।

"A Woman Of Paris"-এ ছিল আতিশয্য-বর্জিত নতুন ভাবধারা - আর আঙ্গিকের প্রয়োগ। ছিল প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ বক্তব্যের বা ভাবনার সঙ্গে তীব্র কটাক্ষ - সামাজিক মূঢ়তার প্রতি এবং হয়তো এটি অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল - ফলে ছবিটি বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন-ও হন। চ্যাপলিন পরে এই ছবির দূর্বলতা স্বীকার করে নতুন করে সেই ভুল আর করলেন না পরবর্তী ছবিতে। প্রায় দু'বছর পরে দ্বিতীয় ছবি "The Gold Rush". চ্যাপলিনের শিল্পী-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি, কারোও কারোও মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। বিষয়বস্তু আঙ্গিকের অসাধারণ প্রয়োগ ও সাফল্য ছাড়াও, এ ছবির কয়েকটি প্রতীকী দৃশ্য সেকাল-একালে চিরকালের জন্য সিনেমার ইতিহাসে গ্রহিত হয়ে গেল। যার অন্যতম কয়েকটি হল ভবঘুরে ক্ষুধার্ত চার্লির নিজের জুতো সিদ্ধ করে খাওয়ার দৃশ্য, ক্ষুধার্ত চার্লি মানুষ আর নেই, একটি মোরগে রুপান্তরিত। আবার ঘোর কেটে গেলে নিজের স্বরুপ ধরছেন, নিজের মোরগটিকে মারার চেষ্টা - দৌড়োদৌড়ি, ভুল ভাঙার দৃশ্য কিংবা নববর্ষের রাতে চার্লির খাওয়ার টেবিলে কাঁটা-চামচের আশ্চর্য সুন্দর নাচ - সব মিলিয়ে অপূর্ব রুপে-রসে সমৃদ্ধ হয়ে পৃথিবীর শিল্প-রসিকদের মনে ছাপ ফেলে গেল গভীরভাবে। এবং সিনেমার ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। ১৯২৫ সালেই, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় সের্গেই আইজেনষ্টাইন করলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি নির্বাক ছবি - "Battleship Potemkin".

চ্যাপলিনের পরবর্তী ছবি "The Circus". ছবিতে সেই চার্লি চ্যাপলিনকে পেলাম না আমরা। যদিও সেই ভবঘুরের মাত্রা এখানেও অব্যাহত - কেননা সামনে তার পড়ে রয়েছে অন্তহীন রাস্তা আর পথচলা। এই পথচলার মাঝে, ১৯২৮ সালে, সিনেমা শিল্পে এল বিরাট পরিবর্তন - ছবিতে এল ভাষা, অর্থাৎ ছবি হল সবাক। দর্শকের প্রত্যাশা গেল বেড়ে। কিন্তু অবাক করে চ্যাপলিন ভাষাকে ব্যবহার করলেন না তাঁর ছবিতে। চতুর্থ ছবিতে "The City Lights"-এ আবহসংগীত আর কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক শব্দ জুড়লে-ও কোন চরিত্রের মুখেই ভাষা রইল না - অর্থাৎ ছবিটি মূলতঃ নির্বাক। এবং এই ছবির কাহিনীকার, পরিচালনা, অভিনেতা, ও সঙ্গীত পরিচালনা একাই সব, যা সিনেমার ইতিহাসে প্রথম। গল্পের জটিলতা যেমন ছবিতে নেই আঙ্গিকের দিক থেকেও তা নেই। ছিমছাম, সহজ-সরল মানবিক আবেদনে ভরপুর, অথচ সবমিলিয়ে হাসির আড়ালে বেদনা-লাঞ্ছিত জীবনের ছবি - নাড়া দিয়ে যায় সর্বকালের দর্শককেই। এইখানেই তাঁর ছবি ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। পঞ্চম ছবি "Modern Times" করতে নিলেন পাঁচ বছর সময়। কারণ তাঁর দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা - যে ইউরোপে তখন সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে অর্থনৈতিক সংকটে, রাজনৈতিক মেরুকরণ আবহাওয়া করে তুলছে দুর্বিষহ। বর্তমান সভ্যতার বিকাশ যন্ত্রের হাত ধরেই নিজ মতবাদে বিশ্বাসী চ্যাপলিন

তৎকালীন ইউরোপের বহু বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বের সংস্পর্শে এলেন - আলোচনা করলেন, বোঝাতে চাইলেন, বুঝতে চাইলেন। সেই সফর শেষে তিনি ফিরে এলেন এক নতুন মানুষ হয়ে। ভাবনায় রয়েছে বর্তমান সময়-ও। মর্ডাণ টাইমস-এ চ্যাপলিন সেই ক্ষুদে ভবঘুরে চার্লিকে নিয়ে ফেললেন নতুন পরিবেশে - এক কারখানায়। যেখানে শতকরা নব্বইজন দরিদ্র শ্রমিক - যাদের যান্ত্রিক জীবনের যন্ত্রণার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্রোহের সুর প্রতিধ্বনিত হল ঠিক সেইভাবেই, যা এক ক্ষুদে ভবঘুরের পক্ষে সেই পরিবেশ করা সম্ভব। তাই ছবিতে কোন সমাধানের ইঙ্গিত না দিয়ে পরিচালক চ্যাপলিন, অভিনেতা চার্লিকে আবার এনে ফেললেন ফাঁকা রাস্তায়, মুক্ত বাতাস নিয়ে আবার পথচলা।

নতুন সময় - নতুন ভাবনা - রাজনৈতিক দৃষ্টি যেন চার্লিকে নিয়ে চলেছে নতুন সৃষ্টির পথে - স্বাভাবিকভাবেই শিল্প ও সভ্যতার মধ্যে দ্বন্ধ, দেখা দিয়েছে চ্যাপলিনের চিন্তাধারার মধ্যেও। শিল্পের সীমানায় রাজনৈতিক বক্তব্য যখন শিল্পকে ছাপিয়ে যায় তখন-ই দেখা দেয় বিতর্ক। চ্যাপলিন প্রতিবক্তব্য উপস্হাপন করতে চাইলেন তাঁর অন্যতম হাতিয়ার শিল্প মাধ্যমের মধ্য দিয়েই। দ্য কিড, গোল্ড রাশ-এর ক্ষুদে ভবঘুরে হাস্যরসিকের রুপ বদল তাই দর্শক স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। চ্যাপলিন-ও মেনে নিতে পারেননি - ফ্যাসীবাদী আর সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন বীভৎসতা, অসভ্যতা আর যুদ্ধ-উন্মাদনা। ১৯৪০-এর দ্য গ্রেট ডিক্টেটর ছবিতে তাই আঙ্গিক গেল পাল্টে। ভবঘুরে চার্লির পোষাকের কিছুটা বদল হল এবং সবাইকে অবাক করে সংযোজনা করলেন শব্দের। দুটি চরিত্রে অভিনয় করলেন ছবিতে। একটি নগণ্য ইহুদি নাপিতের যা সেই ভবঘুরের পরিমার্জিত সংস্করণ, অন্যটি ডিক্টেটর হিংকেলের চরিত্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে চুক্তি পাওয়া এই ছবি আশানুরুপ ব্যবসা করতে পারেনি - এর কারণ এই নয় যে ছবির বিষয়বস্তু তেমন ছিল না। এখানেও সাধারণ মানুষের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননার কথা - সভ্যতার সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের মত করে বলেছেন। হয়তো সাধারণ-এর কাছে সহজবোধ্য হয়ে উঠেনি তাঁর বক্তব্য। ১৯৪০-এর ইহুদি নাপিতের স্বপ্ন কিভাবে সফল হবে না; তার রাস্তা কোনদিকে? কিভাবে সেই স্বপ্ন সফল হবে ভাবতে-ভাবতে চলে এল ১৯৪৭ সাল। দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েও শেষ হল না - শুরু হল রাজনৈতিক মেরুকরণের সঙ্গে অর্থনৈতিক যুদ্ধের চক্রান্ত। চ্যাপলিন-এর বুঝতে অসুবিধা হল না এর স্বরুপ, তাঁর মন বিষিয়ে উঠল। প্রচন্ড বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়লেন - আসামীর কাঠগড়ায় মঁসিয়ে ভের্দু-কে দাঁড় করিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে তীব্র শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে অভিযোগ করলেন যুদ্ধবাদীর কুৎসিত নানাভাবকে সভ্যতার এই চরম বিকৃতিকে - সেই ছবি মঁসিয়ে ভের্দু-তে তুলে ধরলেন চ্যাপলিন। মঁসিয়ে ভের্দু যেন সেই অতিরঞ্জিত ক্ষুদে ভবঘুরের তাত্ত্বিক পরিবর্তন। মঁসিয়ে ভের্দু-র ফাঁসি হয়ে গেল। কিন্তু চার্লির পথ চলা আর বলা তখনও শেষ হয়নি। পাঁচ বছর গড়িয়ে গেল। ১৯৫২ সালে পৃথিবীর একদিকে শান্তি, অন্যদিকে যুদ্ধের বাতাবরণ। একদিকে সভ্যতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত, অন্যদিকে শান্তি স্হাপনের দুরন্ত সংকল্প। চ্যাপলিনের অন্যতম শিল্পকীর্তি "Limelight" আলো ফেলল এই বিশ্বাসের ওপর যে মানুষ মরে যায়, পৃথিবী থাকবে - যে বিশ্বাস মানুষ অর্জন করে জীবনের দামে। এই দাম দিতে হল চার্লি চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে-ও, তবে জীবনের বিনিময়ে নয়। তিনি নিজেই নির্বাসন দিলেন আমেরিকাকে চিরদিনের মতো। যে আমেরিকা তাঁর যৌবনের লীলাভূমি, শিল্পসৃষ্টির মৃগয়াক্ষেত্র। ১৯৫২ সালে তিনি যখন ইংল্যান্ডে তাকেই বলা হল, আমেরিকায় ফিরে আসতে দেওয়া হবে কিনা ভাবতে হবে।

প্রতিবাদের ঝড় উঠল সমগ্র বিশ্বে। পিছিয়ে গেল আমেরিকা। পিছলেন না সেই ক্ষুদে ভবঘুরে চার্লির জনক চ্যাপলিন। সুইজারল্যান্ডে বসে আরও দুটো (২) ছবি করলেন, "A King In New York", এবং "A Countess From Hong

Kong". বোঝা গেল চার্লির এবার অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে অনাবিল হাসির আবরণে যুগসঞ্চিত বেদনা, লাঞ্ছনা আর অবহেলার বিরুদ্ধে যিনি হাতিয়ার করেছেন সিনেমা শিল্পকে সেই যুগোত্তীর্ণ শিল্পী চার্লি চ্যাপলিনের হাসি থেমে গেল। কিন্তু আজও মানুষের মতো পুরো সম্মান ও সম্ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকার উদগ্র বাসনায় এগিয়ে চলেছে – টুক-টুক করে মানুষের মনের পর্দায় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান এবং ট্র্যাজেডিয়ান চার্লি চ্যাপলিন।

সৃষ্টির স্বরুপ প্রসঙ্গে বিষয়-পদ্ধতি-কৌশল-শব্দ এবং সংগীত: সাধারণভাবে চ্যাপলিন তাঁর নিজ সিনেমার পদ্ধতিগত কৌশলের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন বেশী। তবে পরবর্তীকালে গবেষণায় কিছু বিশেষ তথ্য আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। যেমন – তাঁর সিনেমায় শুট্যিং-এর জন্য প্রাথমিক পর্বে তৈরী স্ক্রিপ্ট খুব একটা দেখা যায়নি। অনেক সময় তাই বিশেষ-বিশেষ দৃশ্যকে যেমন আলাদা করে নেওয়া হতো তেমনি আবার একটা সিকোয়েন্স ধরে পুরো বিষয়কে নিয়ে-ও সিনেমা তৈরী হতো। অবশ্য অভিনেতা চ্যাপলিন পরিচালক হিসেবে-ও ভীষণ খুতখুঁতে ছিলেন। একটা দৃশ্য চূড়ান্তভাবে নেওয়ার জন্য অনেকগুলো শট নেওয়া হতো। যার জন্য সম্পাদনার কাজ ও চূড়ান্ত পর্বের কাজ শেষ করতে-ও অনেক সময় লেগে যেত। দুটি সিনেমা মুক্তি পাওয়ার মধ্যবর্তী সময় অনেক বেশী লাগাটা চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে একটা ক্রমশ-ই স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের থেকে সেরাটা তিনি বের করে আনতে জানতেন। এবং সব ধরণের লোকজনদের সাথে-ও তাঁর মেশার ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে ছিল, কারণ এটা তাঁর ছোটবেলার পরিবেশ-ই তৈরী করে দিয়েছিল। ফলে পরিচালক হিসেবে নিজের ছবির ডিটেলিং-এর প্রতি সচেতন নজর এবং একজন স্বাধীন মনের পরিচালক হওয়ার জন্য কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে বাইরের জগতে-ও তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল, তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল সবার কাছেই।

শৈশব যার দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই কেটেছে স্বাভাবিকভাবেই নিজ চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এই ট্র্যাজেডির বিষয়-ই নানাভাবে ঘুরে-ফিরে এসেছে বারে-বারে। হাস্যরস অবশ্য তাঁর ছবির মূল বিষয়বস্তু ছিল; কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের গতি বাড়া-কমার মধ্য দিয়ে মূল বক্তব্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে এক অনন্যতা সব সময়েই বজায় থাকতো। তবে সমালোচকদের অনেকের মতেই মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে তিনি হয়তো ততটা ভালো বুঝতে পারেননি, কারণ চিরাচরিত ধারার ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলকেই বেশী করে তাঁর সিনেমায় তিনি ব্যবহার করেছেন। আলোর ব্যবহারে-ও বেশী বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরীব মানুষ এবং আনুষাঙ্গিক পরিবেশের উপাদান বেশী থাকতো তাই একমাত্র মুখের বিশেষ অভিব্যাক্তি তুলে ধরার জন্যই ক্লোজ-আপ শট নেওয়া হতো। সাজসজ্জা-পোশাকের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য খাটে। তবে সেই সময়কার অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি এই বক্তব্যকে রাখা হয় তবে আমরা দেখব প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র শিল্পে সবে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তখন এবং সর্বোপরি যে সমস্ত ঘটনাধারা সারা বিশ্বকে-ই কম বা বেশী প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে তার থেকে একজন শিল্পীর জোর করে মুখ-মন-চোখ ঘুরিয়ে থাকা বেশীক্ষণ সম্ভব নয়। স্বভাবত-ই পরিবেশনাগত ক্ষেত্রে মৌলিক কাঠামোর ব্যাপারে বেশী গবেষণা না করে তিনি যে সাবেকি প্রযুক্তি ধরে রেখে মানুষ-সমাজের কথাই তাঁর বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তুলে ধরবেন তাতে দ্বিধা বা সমালোচনার অবকাশ বোধহয় অনেকটাই কম। চ্যাপলিনের প্রথম জীবনের চলচ্চিত্রগুলি যার মূল বিষয়-ই ছিল শুধু হাস্যরস, পরবর্তী সময়ে তাই হয়ে উঠলো 'স্ল্যাপষ্টিক' বা 'স্যাটায়ার কমেডি'। তাঁর মতবাদ-আদর্শ নিয়ে বিতর্ক আছে, হয়তো থাকবে-ও। কিন্তু সময়ের চূড়ান্ত অব্যবস্থাকে দেখাতে গেলে

বোধহয় পরিচালক-অভিনেতার পক্ষে বন্দুকের বদলে ক্যামেরা তুলে নেওয়াটাই বেশী শ্রেয়।

শেষে বলা যায় তাঁর সিনেমায় শব্দ এবং সংগীতের ব্যবহারের কথা। চার্লি চ্যাপলিনের ছোটোবেলা থেকেই বাদ্যযন্ত্র-র প্রতি বিশেষ দূর্বলতা পারিবারিক সূত্র ধরেই ছিল। নিজে বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র সমান দক্ষতার সাথে ভালোভাবেই বাজাতে জানতেন। সেইজন্যে নিজের কম্পোজ করা মিউজিক, সংগীত তিনি তাঁর সিনেমায় প্রয়োগ-ও করেন। কিছু গান লিখেছিলেন এবং তাতে তিনি নিজে সুর-ও দেন।

ঘুরে-ফিরে আসে সেই ক্লাউনের প্রসঙ্গ-ই: লক্ষ্যণীয় চার্লি চ্যাপলিন যখন তাঁর জীবনের প্রায় মধ্য পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন ততদিনে তাঁর সার্বিক সফলতা লাভ হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যগুলিকে আঁকড়ে ধরেই তিনি তাঁর বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ৫০ বছর বয়স পেরিয়ে-ও (১৮৮৯ সালে জন্ম, দ্য গ্রেট ডিক্টেটর, মঁসিয়ে ভের্দু, লাইমলাইট ছবিগুলি মুক্তি পায় ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে) তিনি কিন্তু তাঁর ছবি তৈরীর ধারা ও বক্তব্য প্রকাশের ধার-কে বদলাননি বা কমাননি। সমাজ-ও মেনে নিয়েছে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, ফলে বাণিজ্যিক সফলতার সাথে প্রকৃত ভালো চলচ্চিত্রের উদাহরণ যা তখন আমরা দেখতে পাই, তাকে আজ-ও এই শিল্পের জগতে এক বিশেষ অনুপ্রেরণার পাথেয় হিসেবে-ই নেওয়া যায়।

এই সময়-পরিস্থিতি সবসময়েই বদলে চলবে, প্রযুক্তির উন্নতি থেমে থাকবে না। অর্থনীতির জোরালো প্রাসঙ্গিকতা ভবিষ্যতে আরো শাণিত-ও হয়ে উঠতে বাধ্য হবে সর্বক্ষেত্রেই। কিন্তু বদলাবে না সূক্ষ অনুভূতির জায়গাগুলো। বরং বোধহয় তা আরো দামী হয়ে উঠবে আগামী ভবিষ্যতের পৃথিবী-তে। ফলে আজকের সময়ে-ও যখন আমরা এই ধরণের সিনেমা-চলচ্চিত্র বা ছবিগুলি প্রেক্ষাগৃহে দেখি যেখানে নির্বাক-সবাকের সমন্বয়ে, অদ্ভুত কিছু কার্যকলাপের মাধ্যমে সাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের বেদনা-ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে তখন মনে হয়, পর্দার ওপাশে যেন সেই ছোটোখাটো মানুষটি কোনো বিশাল দায়িত্বকে কাঁধে নিয়ে অক্লান্তভাবে তাঁর কাজ করে যাচ্ছে, খেলা করে বেড়াচ্ছে আপনমনে।

পুনশ্চ (বা End Notes): স্প্লিট রীল (Split Reels) : স্প্লিট রীল একটি রীলের বাক্সে দুটি ভাগে বিভক্ত ফিল্ম, যা নির্বাক যুগে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। এই দুটি ফিল্মকে এক করে একটি প্লাষ্টিকের কভারে রেখে দেখানো হলে তা নির্দিষ্ট সময়ের বা দৈর্ঘ্যের চলমান ছবি দেখায়। মূলত চলচ্চিত্রকে বাইরের দেশে পাঠানোর সুবিধার জন্য (কারণ প্লাষ্টিকের কেস বা বাক্সটি সাধারণ রীলের বাক্স থেকে হালকা এবং ছোট) এই রীলে নির্বাক যুগে শুট্যিং করা হতো।

তথ্যসূত্র:

Niklaus, Thelma & Cotes, Peter (1951); *The little fellow the life and work of Charles Spencer Chaplin*, Philosophical Library, New York.

Chaplin, Charles (1966); *My Autobiography*, Penguin Books.

Published by World Distributors (Manchester) Limited, Great Britain; Chaplin Clown and Genius A Tribute to Charlie.

চাকী শতদ্রু; *চলচ্চিত্র*, চিরায়ত প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৮৯-১১৫।

দাশগুপ্ত ধীমান, *চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি* (প্রথম খন্ড)।

চিত্রবীক্ষণ, চার্লি চ্যাপলিন জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা।

চট্টোপাধ্যায় অলোক: প্রবন্ধ "*ভবঘুরের নবপ্রত্যয়*"।

গুহ সৌমেন, *সের্গেই আইজেনষ্টাইন জীবন ও চলচ্চিত্র*, দীপায়ন প্রকাশনী।

External Links:

Charlie Chaplin Official Website [Online]; Available from: *http://www.charliechaplin.com/.* [Accessed: 20th July, 2013]

IMDb, Charles Chaplin (1889–1977) [Online]; Available from: *http://www.imdb.com/name/nm0000122/?ref_=fn_al_nm_1.* [Accessed: 22nd July, 2013]

FBI Records: The Vault, Vault-Home Charlie Chaplin [Online]; Available from: *http://vault.fbi.gov/charlie-chaplin*. [Accessed: 22nd July, 2013]

British Film Institute, Home>Charlie Chaplin [Online]; Available from: *http://chaplin.bfi.org.uk/.*[Accessed: 25nd July, 2013].

Time Magazine, The Comedian Charlie Chaplin [Online]; Available from: *http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,988499,00.html.* [Accessed: 28nd July, 2013]

Wikipedia, Charlie Chaplin [Online]; Available from: *http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin* [Accessed: 30nd July, 2013]

সোদপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
লেখক বর্তমানে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার- নেটওর্য়াকিং-এর কাজ করছেন, কোনো প্রতিষ্ঠানে তিনি যুক্ত নন।